কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 28 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...১...

পাঁচ বছর ধরে ৪ ছাত্রাবাস বন্ধ

রংপুর কারমাইকেল কলেজ

স্বপন চৌধুরী, রংপুর ▷

রংপুর কারমাইকেল কলেজে প্রায় পাঁচ বছর ধরে চারটি ছাত্রাবাস বন্ধ রয়েছে। কিন্তু নানা কারণে এসব ছাত্রাবাস খুলে দিতে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না কলেজ প্রশাসন। ইতিমধ্যে ছাত্রাবাসগুলোর অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় আবাসন সংকট নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছে শিক্ষার্থীরা।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ছাত্রশিবিরের আধিপত্য ঠেকাতে ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ রেখেছে কলেজ প্রশাসন। ২০১১ সালের ১৫ মার্চ শিবির ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষের জের ধরে ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করে। এরপর জিএল, কেবি, সিএম ও ওসমানী ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে কলেজ প্রশাসনের দাবি, অর্থাভাবে সংস্কার করতে না পারায় এগুলো খুলে দেওয়া যাচ্ছে না।

অনুসন্ধানে জানা যায়, রংপুর কারমাইকেল কলেজের চারটি ছাত্রাবাসই শিবিরের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এসব ছাত্রাবাসকে ঘিরেই তাদের আস্তানা গড়ে উঠেছিল। এ কারণে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ছাত্রাবাসে ঢুকতে পারত না। ফলে শিবিরের আধিপত্য যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে এ জন্য ছাত্রাবাসগুলো খুলে দিতে বিলম্ব করা হচ্ছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সালের ১৫ মার্চ ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ছাত্রশিবির কলেজের ছাত্রাবাসে শক্তি গড়ে তোলে এবং লাঠিসোঁটা মজুদ করে। পরবর্তী সময়ে তা উদ্ধার করা হয়। আধিপত্য বিস্তারের জের ধরে ওই দিন ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের সহিংসতার কারণে এক মাসের জন্য কলেজের চারটি ছাত্রাবাস বন্ধ ঘোষণা করে কলেজ প্রশাসন। ওই সময় কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের নামে একটি মামলা করেন। পরে শিবিরের পক্ষ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষকে নানা ভয়ভীতি ও হুমকি দেওয়া হয়। ওই সময় অধ্যক্ষ শিবিরের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করেন।

সূত্র আরো জানায়, অধ্যক্ষকে হুমকির প্রতিবাদে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন মানববন্ধন ও সমাবেশ করলে কলেজের পরিস্থিতি আরো উত্তেজনাকর হয়ে ওঠে। ফলে ওই বছরের ১৩ জুন কলেজ একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চারটি ছাত্রাবাসে বসবাসকারী ৪০০ শিক্ষার্থীর আসন বাতিল করা হয়। ২০ জুন এই তিনটি ছাত্রাবাস পুরোদমে খালি করে প্রতিটি কক্ষে কলেজের পক্ষ থেকে তালা মেরে দেওয়া হয়। এর পর থেকে বিভিন্ন সময় প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলোর দাবির মুখে প্রতিশ্রুতি দিলেও পাঁচ বছরে ছাত্রাবাসের দরজা খোলা হয়নি।

এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলছে, কোনো দলের স্বার্থে নয়, বরং তাদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্যই ছাত্রাবাসগুলো খুলে দেওয়া দরকার। কিন্তু কলেজ প্রশাসন শুধু একটি মাত্র ছাত্রসংগঠনের গ্রিন সিগন্যাল না পাওয়ায় ছাত্রাবাস খুলে দিচ্ছে না বলেও অভিযোগ তাদের।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কলেজ ছাত্রলীগের এক নেতা বলেন, 'বন্ধ ছাত্রাবাস খুলে দিলেই ছাত্রশিবিরের ছেলেরা ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। কলেজের পরিবেশ আবারও অস্থিতিশীল হবে। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা শিবির আতঙ্কে ক্যাম্পাসবিমুখ হবে।'

তবে এ কথা মানতে নারাজ অন্য সব প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনের নেতারা। তাঁরা বলছেন, ছাত্রাবাসগুলো খুলে দেওয়া হলে আবারও মেধার ভিত্তিতেই আসন বরাদ্দ হবে। এতে কোনো দলের প্রভাব খাটবে না। বরং আগের চেয়ে এবার মেধাবী দরিদ্র ও সাধারণ ছাত্ররাই বেশি উপকৃত হবে। ক্যাম্পাসে এখন শিবির নেই বলেও জানান তাঁরা।

উল্লেখ্য, কারমাইকেল কলেজে অনার্স, মাস্টার্সসহ ১৮টি বিষয়ে নিয়মিত, অনিয়মিত মিলিয়ে প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রদের জন্য চারটি ছাত্রাবাসের সব কটিই বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রীদের জন্য বেগম রোকেয়া ছাত্রীনিবাস, শহীদ জননী জাহানারা ছাত্রীনিবাস ও তাপসী রাবেয়া ছাত্রীনিবাস নামের তিনটি ছাত্রীনিবাস রয়েছে। প্রায় ১২ হাজার ছাত্রীর বিপরীতে মাত্র তিনটি ছাত্রীনিবাসে আসন রয়েছে মাত্র ৭৫০টি। এতে অধিকাংশ ছাত্রীকেই বাড়তি খরচে কষ্ট করে কলেজের বাইরের মেসগুলোতে থাকতে হচ্ছে।

এ ব্যাপারে কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনতে হুসাইন নাসরিন বানু বলেন, 'আমরাও চাই বন্ধ ছাত্রাবাসগুলো খুলে দিতে। কিন্তু অর্থাভাবেই এসব ছাত্রাবাসের সংস্কারকাজ থেমে আছে। এ কারণে এখনই বন্ধ ছাত্রাবাসগুলো খুলে দেওয়া যাচ্ছে না।'

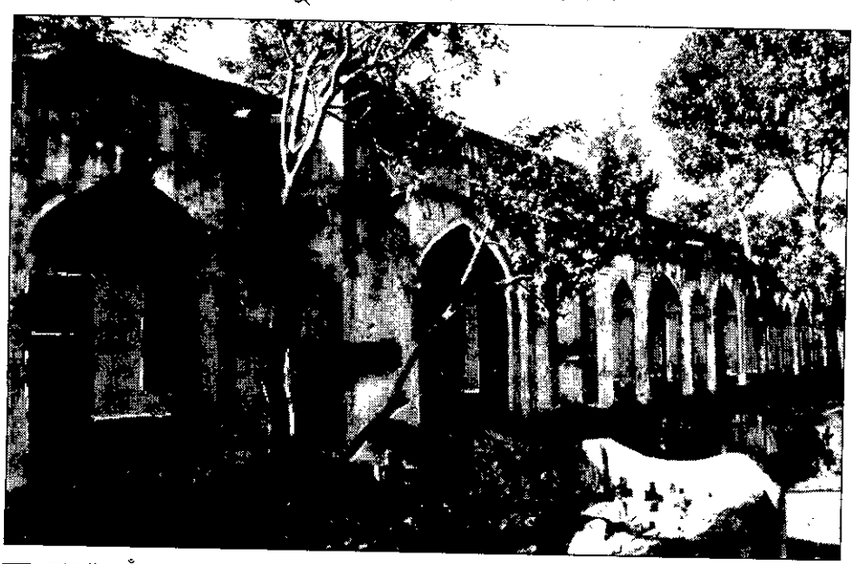

বন্ধ ঘোষণার পাঁচ বছরেও খুলে দেওয়ার উদ্যোগ না নেওয়ায় পরিত্যক্ত ভবনে পরিণত হয়েছে রংপুর কারমাইকেল কলেজের কেবি ছাত্রাবাস।

ছবি : কালের কণ্ঠ